যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

তারিখ ঃ ২১-১২-২০২১ (পৃঃ ১৬,১৫)

# চালের বস্তায় লিখতে হবে ধানের জাতের নাম

■ যায়যায়দি রিপোর্ট

চাল ছাঁটাই করে বাজারে 'মিনিকেট' নাম দিয়ে বিক্রি বন্ধ করার লক্ষ্যে বস্তার ওপর ধানের জাতের নাম লেখা 'বাধ্যতামূলক' করে নীতিমালা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয়। সোমবার সচিবালয়ে 'আন্তর্জাতিক নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড' উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, মিনিকেট বা নাজিরশাইল নামে কোনো ধান নেই। যে সরু চাল খাওয়া হচ্ছে, সেটা হলো জিরাশাইল, শম্পা কটারি- এ দুই ধরনের ধান থেকেই বেশি হচ্ছে। ব্র্যান্ড তারা মিনিকেট বলে চালাচ্ছে। বিআর২৮-কেও মিনিকেট বলে চালায়, ২৯-কেও মিনিকেট বলে চালায়, আর আমরাও মিনিকেটই খুঁজি।

সাংবাদিকের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনারা লিখুন- এই সাদা চকচকে চালে কোনো পুষ্টি নেই। লাল চাল খান। তবেচাল কেটে ছোট করা হয়, এটা ঠিক না। আপনাকে মিলে যেতে হবে, পর্যবেক্ষণ করতে হবে। চালকে কাটতে কাটতে কিন্তু ছোট করে না। ছোট করলে এর ওয়েট লস হবে, ওয়েট লস হলে তার পোষাবে না। তারা পলিশ করে, পলিশে ওজন কমে না। মোটা ● পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

# চালের বস্তায় লিখতে হবে ধানের জাতের নাম

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

চাল কেটে মিনিকেট বানায়, এটা কিন্তু ঠিক না। আমাদের সবার একটা ভুল ধারণা যে, চাল কেটে ছোট করে। ঘটনা কিন্তু সেটা নয়।'

মোটা চালের দাম বাড়ছে না দাবি করে মন্ত্রী বলেন, 'মানুষ সরু ও মাঝারি চাল খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এক রিকশাওয়ালা বলল, আমি সরু চালের ভাত খাই। এই যে সরু চালের ওপর প্রভাবটা। সরু চাল কিন্তু আমনের সময় উৎপাদন হয় না, এটা আপনাদের বুঝতে হবে। সরু চাল উৎপাদন হয় বোরো সিজনে। বোরো সিজনে প্রায় ৮০ শতাংশের মতো সরু ও মাঝারি চালটা উৎপাদন হয়।'

সাধন চন্দ্র বলেন, 'ফাল্গুন-চৈত্র মাসের দিকে চালের দাম যাতে না বাড়ে, সে জন্য আমরা সচেষ্ট থাকি, যার জন্য আমরা গত বছর বেসরকারিভাবে কিছুটা আমদানিও করেছিলাম। সেই প্রস্তুতিও আমাদের আছে। বেসরকারিভাবেচাল আমদানি করা হয়, কারণ ব্যবসায়ীরা আমাদের বেকায়দায় ফেলার মতো কোনো পরিস্থিতি যাতে তৈরি করতে না পারে। আমরা ১৭ লাখ টন চাল আমদানির অনুমতি দিয়েছিলাম, কিন্তু চাল এসেছে দুই লাখ ৯৪ হাজার টনের মতো। এদিকে আমরা সরু পোলাও চাল আবার রপ্তানিও করি। আমরা কিন্তু সত্যি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দুর্যোগ ও নিরাপত্তার কারণে আমরা কিছু আনি, এটা দোষের কিছু নয়।'

তেলের দাম বাড়ার কারণে চাল পরিবহণ খরচ বেড়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'এরপরও আমাদের মনিটরিং অত্যধিক জোরদার করা আছে।'

মন্ত্রণালয়ের সচিব মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম বলেন, আমরা একটি গবেষণা করেছি, সেখানে আমরা পেয়েছি, ধান কেটে যে চালই উৎপাদন করা হচ্ছে, এর নাম দেওয়া হচ্ছে মিনিকেট। এ কারণে আমরা একটি ছাঁটাই নীতিমালা করছি।

সচিবজানান, সাধারণভাবেধানের সর্বোচ্চ ৮ শতাংশ ছাঁটাই করা যায়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ৩০ ভাগ পর্যন্ত ছাঁটাই করে মিনিকেট নাম দিয়ে বাজারে ছাড়া হচ্ছে। এতে পুষ্টিঝুঁকি তৈরি হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'আমরা চেষ্টা করছি, চালের ব্র্যান্ড নাম যাই হোক, বস্তার ওপর অবশ্যই ধানের নাম লিখতে হবে। ব্র্যান্ডিং আপনি যে নামেই করেন না কেন, আপনাকে মূল ধানের সোর্স, যদি গরুর মাংস বিক্রি করা হয়, তাহলে লিখতে হবেগরু। মহিষের মাংস গরু লিখে বিক্রি করতে পারবেন না।'